দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 15 FEB 1997
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ২

বরগুনার গ্রামে তালেবান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

গ্রেফতারকৃতদের ছেড়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র চলছে মাদ্রাসার গরিব ছাত্ররা জঙ্গীবাদীর শিকার

বরগুনা, ১৪ই ফেব্রুয়ারি (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– গত ৩রা ফেব্রুয়ারি বরগুনার ধুপতি গ্রামে গ্রেফতারকৃত তালেবান প্রশিক্ষকদের রিমান্ডে এনে এ যাবৎ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। এদিকে কমান্ডো কায়দায় তালেবান প্রশিক্ষণকে সামান্য শরীরচর্চা বলে উড়িয়ে দিয়ে দুষ্কৃতকারীদের ছেড়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র চলছে।

বরগুনা সদর থানার পুলিশ গত ৩রা ফেব্রুয়ারি শহর থেকে প্রায় ২ কিঃ মিঃ পূর্বে ধুপতি গ্রামে ধুপতি আরাবিয়া এমদাদুল উলুম হাফিজিয়া কওমিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে অভিযান চালিয়ে তালেবান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সমন্বয়কারী আবদুল মোতালিব ও প্রশিক্ষক নজরুল ইসলামকে গ্রেফতার করে। পুলিশ মাদ্রাসা থেকে একটি কাঠের তৈরি রাইফেল ২০টি বাঁশের লাঠি ও একটি বিশেষ ধরনের পতাকাও উদ্ধার করে। পবিত্র রমজান উপলক্ষে মাদ্রাসাটি আনুষ্ঠানিকভাবে ছুটি ঘোষণা করা হলেও গত ১লা রমজান থেকে এখানে চলে সামরিক প্রশিক্ষণ। মাদ্রাসার ২৫/৩০ জন ছাত্রের সাথে অন্যান্য এলাকার বেশ কয়েকজন যুবকও অংশ নেয় এ প্রশিক্ষণে।

ধুপতি মাদ্রাসার পাশে বাড়ি এমন একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, প্রতিদিন সকাল ৬টায় বাঁশির হুইসেলের সাথে সাথে শুরু করা হতো প্রশিক্ষণ, চলত সকাল ১০টা পর্যন্ত। কঠোর নিয়মানুবর্তিতায় প্রশিক্ষণ চলাকালে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সবুজের ওপর সাদা গোলাকার কাপড়ে তৈরি লাল আরবী লেখা পতাকা উড়িয়ে দেয়া হতো। প্রশিক্ষণের শুরুতে যে সঙ্গীত সবাইকে গাওয়ানো হতো তার প্রথম লাইন হচ্ছে "আজ থেকে জেহাদে দিন কাটাবে। এ হোক আমাদের সংকল্প"। উৎসুক গ্রামবাসীদের কাছে প্রশিক্ষক নজরুল ইসলাম জানান, বাংলাদেশে গত রমজান মাসে ১২০টি কওমিয়া মাদ্রাসায় ২ হাজার ছাত্রকে তালেবান সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ক্রমান্বয়ে সারা বাংলাদেশের সমস্ত কওমিয়া মাদ্রাসায় এ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হবে। লক্ষ্য আফগানিস্তানের কায়দায় দেশে একটি সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটিত করা। নজরুল ইসলামের নিজ বাড়ি পটুয়াখালী জেলার বাউফল থানায় কিন্তু সে নিজে চট্টগ্রামের হাটহাজারী কওমিয়া মাদ্রাসার ছাত্র। হাটহাজারী কওমিয়া মাদ্রাসা থেকেই সমগ্র

বরগুনা ঃ তালেবান সামরিক টেনিং–এর কেন্দ্রস্থল ধুপতি আরাবিয়া এমদাদুল উলুম হাফিজিয়া কওমিয়া মাদ্রাসা। — সংবাদ

বরগুনা ঃ একজন প্রশিক্ষণার্থী তালেবান, ফজলুল হক, যার কনুইয়ে প্রশিক্ষণের চিহ্ন হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে ঘা।—সংবাদ

বরগুনা ঃ মাদ্রাসার মোহতামিম আবুল কাসেম। — সংবাদ

দেশে তালেবানী কায়দায় সামরিক প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয় বলে জানা গেছে। নজরুল ইসলাম সম্প্রতি আফ–গানিস্তানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২০০ ক্যাডারের একজন বলেও জানা গেছে। গ্রামবাসীরা আরো জানায়, আরবী ও উর্দুতে প্রশিক্ষণে কমান্ড দেয়া হয়।

বছর দু'এক আগে বরগুনা পুরাকাটা সড়কের পশ্চিম পাশে খাকদন নদীর তীরে জেগে উঠা সরকারি খাস জমিতে প্রতিষ্ঠা করা হয় ধুপতি আরাবিয়া এমদাদুল উলুম হাফিজিয়া কওমিয়া মাদ্রাসা। প্রায় ৫০ জন ছাত্র এ মাদ্রাসায় পড়াশুনা করে। এদের অনেকেই গরিব। মাদ্রাসা পরিচালনায় ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে মাদ্রাসার সভাপতির পদটি দখল করেন বিডিআর থেকে নানা অভিযোগে চাকরিচ্যুত আবদুল মোতালিব। ১৯৮০ সালের দিকে বিএনপি'র মধ্যে দু'টি সন্ত্রাসী উপদলে এক সশস্ত্র সংঘর্ষ হলে আবদুল মোতালিব অন্য সন্ত্রাসী ছগিরের হাতে কোপ খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। একান্ত ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায় আবদুল মোতালিব। এ পর্যন্ত তার বিএনপি করা।

কিছুদিন নীরব থেকে হঠাৎ আবদুল মোতালিব ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের কর্মী হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করে।

গত ৬ই ফেব্রুয়ারি বরগুনার কয়েকজন সাংবাদিক ধুপতি কওমিয়া মাদ্রাসাটি পর্যবেক্ষণে গেলে কথা হয় মাদ্রাসার মোহাতামিম অর্থাৎ অধ্যক্ষ আবুল কাশেমের সাথে। তিনি জানান, মাদ্রাসা এখন ছুটি, তার মাদ্রাসায় কোন সামরিক প্রশিক্ষণের কথা তিনি জানেন না। তবে মাদ্রাসায় শরীরচর্চা প্রশিক্ষণের একটি কর্মসূচি নিয়েছেন মাদ্রাসার সভাপতি নিজে কমিটির কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই।

মাদ্রাসার পিছনে মাটির বড় রাস্তা, তবে লোক চলাচল কম। রাস্তার পশ্চিম পাশে দু'বাড়ির মাঝখানে বড় একটি মাঠ। প্রথম দৃষ্টিতেই ক্রিকেটের ক্রিচের মতো প্রশিক্ষণ মাঠের চিহ্ন দেখা যাবে। দূর থেকে বোঝা যাবে না এখানে কি হচ্ছে। তবে যারা এখান দিয়ে হেঁটে যায় তারা সেনা বাহিনীর কায়দায় প্রশিক্ষণ দেখে আশ্চর্য হয়।

সাংবাদিকরা এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পাশে কয়েকটি শিশু–কিশোরকে খেলতে দেখে জানতে চাইলে প্রশিক্ষণ সম্পর্কে তারা অনেক কায়দা–কানুনের কথা জানায়।

এমন সময় সেখান থেকে বেতাগী থানার শরিষামুড়ি গ্রামের ফজলুল হক যেতে থাকলে শিশুরা তাকে দেখিয়ে বলে "ঐতো একজন তালেবান, তার কনুয়ের ছাল গেছে"। পরীক্ষা করে দেখা গেল ফজলুর কনুয়ে ক্রোলিং–এর দগদগে ঘা। এভাবে ফজলু, মইনুল, জালাল অনেকেই প্রশিক্ষণ নিয়েছে। যারা অভাবের কারণে মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছে, লিল্লাহ খেয়ে মাদ্রাসায় পড়ে– এসব গরিব ছাত্ররা এখন জঙ্গবাদী রাজনীতির শিকার। স্থানীয় জনসাধারণ জানায়, তারা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে মাদ্রাসায় সাহায্য করেন রাজনীতি বা সংঘর্ষের জন্য নয়।

এদিকে তালেবান সামরিক প্রশিক্ষক কেন্দ্রের সমন্বয়ক ও প্রশিক্ষক গ্রেফতারের পর মৌলবাদী চক্রের মধ্যে বিশেষ তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে। পুলিশের মধ্যেও কেউ তাদের সহযোগিতা করছে বলে কথা উঠছে। স্থানীয় একটি মৌলবাদী পত্রিকা কমান্ডো কায়দায় তালেবান সামরিক প্রশিক্ষণকে নিছক শরীর চর্চা হিসেবে উল্লেখ করেছে।